গৃহকার্য্য সমাপন যখনেতে হয়।
নির্জ্জনে বসিয়া হরিচাঁদ রূপধ্যায়।।
ওড়াকান্দী মন দিয়া পাগল ভাবিয়া।
হৃদাসনে রাখে রূপ যুগল করিয়া।।
পাগল যখন যাহা করেন যেখানে।
কার্ত্তিক অনেক কার্য্য অন্তরেতে জানে।।
আসিতেছে পাগল জানিয়া তাহা মনে।
'হাটে যা'ব' বলি সাধু চলিল তখনে।।
পাগলকে আনিবারে চলিলেন একা।
পথিমধ্যে পাগলের সঙ্গে হৈল দেখা।।
পাগল ধরিল কার্ত্তিকেরে জড়াইয়ে।
কার্ত্তিক পড়িল পদে দণ্ডবৎ হ'য়ে।।
পাগল আনন্দ চিত ধরিল কার্ত্তিকে।
পুলকে পূর্ণিত হ'য়ে চুমা দিল মুখে।।
চুমা দিয়া বলে 'হাটে করিয়াছ মেলা।
আমার জন্যেতে এন একটি কমলা।।
হাট কর গিয়া বাছা এস ত্বরা ক'রে।
আমাকে পাইবে রাইচরণের ঘরে।'
ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে চলিল পাগল।
রাইচরণের বাড়ী উঠিল সকল।।
চাঁদ মণ্ডলের পুত্র নামেতে বদন।
তাহার ছেলের নাম শ্রীরাইচরণ।।
বড়ই নির্ম্মল চিত্ত সাধু সুচরিত।
হরিচাঁদ ভক্ত হরিনামে পুলকিত।।
গোলোকে তাহার ঘরে ল'য়ে ভক্তগণ।
রাত্রিভর' করিলেন নাম-সংকীর্ত্তন।।
নামে মত্ত নিশিগত তাহা নাহি জানে।
শেষযামে ভোজনে বসিল সর্ব্বজনে।।
ভোজনের শেষ ক্ষণে বিশ্রাম করিল।
'সবে যাও নিজালয়' পাগল বলিল।।
সকলে বিদায় হ'ল বলি হরিবোল।
কার্ত্তিকের গৃহে এসে বসিল পাগল।।
দিনভরি ফিরিঘুরি কত বাড়ী গেল।
সন্ধ্যাকালে কার্ত্তিকের গৃহেতে আসিল।।
কার্ত্তিকের রমণীকে করি সম্বোধন।
'বলে মাগো অদ্য শীঘ্র করহ রন্ধন।।
আমার বিশেষ কার্য্য আছে তোমা ল'য়ে।
মাতাপুত্রে হরিকথা কহিব বসিয়ে।।'
শুনিয়া অম্বিকাদেবী রন্ধন করিল।
ক্ষণমধ্যে পাক অন্তে ভোজ সমাপিল।।
পাগল কার্ত্তিকে কহে 'এ কার্য্য করহ।
পাকঘরে আমার বিছানা করি দেহ।।'
আজ্ঞামতে কার্ত্তিক করিল তখনেতে।
সেইঘরে তিনটি বসিল গোপনেতে।।
পাগল কার্ত্তিক আর কার্ত্তিকের নারী।
হরিকথা আলাপনে বঞ্চিল শর্ব্বরী।।
হাসে কাঁদে গলাধরি বাহু ধরাধরি।
প্রেমে-বাহ্য জ্ঞানহারা বলে হরি হরি।।
যামিনী এমন ভাবে পোহাইয়া গেল।
ঝড়-বৃষ্টি রাত্রি যোগে কিছু না জানিল।।
প্রভাতে বাহির হয়ে দেখিবারে পায়।
অন্যান্য বাড়ীর ঘর ছিন্নভিন্ন প্রায়।।
হরিনামে কি মাহাত্ম্য বাহ্যজ্ঞান 'নাই।
রচিল তারকচন্দ্র হরিবল ভাই।।
পাগল সুযাত্রা করি যান ওড়াকান্দী।
অপার-সমুদ্র-লীলা নাহিক অবধি।।
শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত সুধাধিক সুধা।
পদ্ম-মকরন্দ-পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা।।